১৪-০৪-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

প্রশ্ন :- জ্ঞান অমৃত পান করা সত্ত্বেও অনেক বাচ্চারা বিশ্বাসঘাতক(traitor) হয়ে যায় — সেটা কেমন করে?

উত্তর :- যে একদিকে জ্ঞান অমৃত পান করে তারপর আবার অন্য দিক দিয়ে নোংরামি করে অর্থাৎ আসুরী চালচলন চলে ডিসসার্ভিস করে, ঈশ্বরের সন্তান হয়েও নিজের চালচলন সংশোধন করে না, নিজেদের মধ্যে মায়াবী কথা বার্তা বলতে থাকে, দুই একজনকে দুঃখ দেয়, তারা হল বিশ্বাসঘাতক (traitor) । বাবা বলছেন যে, বাচ্চারা তোমরা এখানে এসেছ অসুর থেকে দেবতায় পরিণত হতে, সেইজন্য সর্বদাই দুই একজনের সাথে জ্ঞানের চর্চা করো, দৈবী গুণ ধারণ করো, অন্তরে যা কিছু অবগুণ আছে সেই সব বাইরে বার করে দাও । বুদ্ধি স্বচ্ছ আর পরিচ্ছন্ন রাখো ।

গান :- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি.....
(তকদির জগাকর আয়ী হু...)

ওম শান্তি । বাচ্চারা গান শুনলো আর এই গান বাচ্চারাই গেয়েছে । যে কেউ যখন স্কুলে যায় তখন নিজের ভাগ্যের কথা তার বুদ্ধিতে থাকে যে, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাবো । বুদ্ধিতে ভাগ্যের লক্ষ্য বস্তু(aim object) থাকে । এখন বাচ্চারা তোমরা জানো যে তোমরা নিজেরা ভাগ্যে নতুন দুনিয়া ধারণ করে আছো । নতুন দুনিয়ার রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মার থেকে আমরা বর্সা নেবার ভাগ্য নিয়ে এসেছি । কি সেই বর্সা ? মানুষ থেকে দেবতা বা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার বর্সা । এই রাবণের ভ্রষ্টাচারী রাজ্য থেকে নিয়ে যেতে । এটা হল রাবণের ভ্রষ্টাচারী রাজ্য, ভ্রষ্টাচার বিকার থেকে উৎপন্ন হয় আর বিকারীদের ভ্রষ্টাচারী বলা হয় । ভগবানুবাচ : "কাম মহাশত্রু, তোমাদের এর থেকে বিজয় পেতেই হবে। তবেই শ্রেষ্ঠাচারী হবে । ভারতই ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে আবার ভারতকেই শ্রেষ্ঠাচারী হতে হবে* । নোংরায় কলুষিতকে ভ্রষ্টাচারী বলা হয় । সত্যযুগে ভ্রষ্টাচারী হয়ই না, কেননা ওখানে মায়ার রাজ্য নেই । এই সময়টাি হল রাবণ রাজ্য । সবার মধ্যে পাঁচ বিকার থাকে । সত্যযুগে যদি রাবণ রাজ্য থাকত তাহলে ওখানেও রাবণকে পোড়ানো হতো । কিন্তু ওখানে এই সব ব্যাপার নেই । ওখানে হল সব শ্রেষ্ঠাচারী । ভ্রষ্টাচারী দুনিয়ায় যদি কেউ উচ্চ পদে আসীন থাকে তাহলে সবাই তাকে মান্য করে । যেমন সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ যদি খুব ভালো বা উচ্চ অবস্থায় থাকেন তাহলে তাঁকে সবাই মান্য করে, কেননা ওনারা পবিত্র থাকেন তাই সব মানুষে তাদের খুব ভালো মনে করে । এমনকি গভর্নমেন্টও তাঁদেরকে নিজেদের থেকে উচ্চ মবে করে। ওঁদেরকে তো নিজেদের রাজ গুরু বানিয়ে থাকে। সত্যযুগে তো গুরুর নামও থাকে না । গুরু অর্থাৎ সদগতি দাতা । শাস্ত্রে তো অনেক কাহিনী তৈরি করা আছে । রাজা জনক তো তাদেরকে জেলে বন্দি করে দিয়েছিলেন যাদের মধ্যে ব্রহ্ম জ্ঞান, রাজযোগের জ্ঞান ছিল না । যখন ওদের রাজযোগের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে তখন সেকেন্ডের মধ্যেই জীবন মুক্তি প্রাপ্ত করছে। ভ্রষ্টাচারীর অর্থ কেবলমাত্র এই হয় না যে ঘুষ ইত্যাদি নেওয়া। না, বাবা বলেন যে মনুষ্য মাত্রই ভ্রষ্টাচারী। কেননা সবার শরীর বিকার থেকে উৎপন্ন হয় । তোমাদের শরীরও বিকার থেকেই জন্মেছে । কিন্তু এখন তোমরা নিজেদেরকে আত্মা মনে করে বাবার হয়ে গেছ, দেহ-অভিমান ত্যাগ করেছ,

এই জন্য তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার মুখ নিঃসৃত বংশধর, ঈশ্বরীয় সন্তান । পরমপিতা পরমাত্মা এসে তোমাদের এই আত্মাদের আপন করে নিয়েছেন । এ হল খুবই গুহ্য কথা । আমরা, আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মার বংশধর হয়েছি । আত্মা বলে - *বাবা* । সত্যযুগে কোনো আত্মা পরমাত্মাকে "বাবা" বলবে না । ওখানে তো সব জীব আত্মা, জীব আত্মাকে "বাবা " বলবে । তোমরা হলে জীব আত্মা । এখন বাবা বলছেন যে, নিজেদেরকে আত্মা নিশ্চয় করে পরমাত্মাকে স্মরণ করো । সব থেকে উত্তম জন্ম হল তোমাদের- ব্রাহ্মণদের । আত্মা বলে আমরা আপনার সন্তান হয়েছি । গর্ভ থেকে থোড়াই বেরিয়েছি । বাবার পরিচয় পেয়ে ওঁনার হয়ে গেছি। শিববাবা আমরা আপনারই হয়ে আছি আর আপনার মত-ই অনুসরণ করব । কত সূক্ষ্ম কথা । বাবা বলেছেন, যখন বাবার কাছে যাও তখন এই নিশ্চয় করো যে আমরা শিববাবার সম্মুখে বসে আছি । আত্মা নিরাকার তো শিববাবাও নিরাকার । *শিববাবার স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যায় ।* স্মরণ না করলে ভ্রষ্টাচারী হয়ে যাবে । কত বড় কথা, কিন্তু অনেক বাচ্চারা আছে যারা ভুলে যায় যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মার কোলে বসে আছি । বিস্মৃত হওয়ার জন্য সেই নেশা আর খুশী থাকে না । *বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস হয়ে গেলে দেহী অভিমানী হয়ে যাবে ।* বিলেতে অনেক বাচ্চারা আছে যারা কিনা বাবার সম্মুখে উপস্থিত থাকে না কিন্তু তারা বাবাকে স্মরণ করতে থাকে । *বাবাকে পরম ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে । যেমন সজনী তার সাজনকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করে তেমন ভাবে । চিঠি পত্র না এসে পৌছলে সজনী যেমন অস্থির হয়ে ওঠে* । তোমরা সজনীরা তো ধাক্কা খেয়ে খেয়ে সাজন প্রাপ্ত করেছ, তাই স্মরণ খুব ভালো ভাবে করতে হবে। চাল চলনও খুব ভালো রাখতে হবে । আসুরী চালচলন যাদের তাদের গলা আটকে আসে। বাবা তো চালচলন দেখলে বুঝতে পারেন যে — এই জন স্মরণ করে না, সেইজন্যই ধারণা করতে পারে না । সার্ভিস করতে না পারলে পদ প্রাপ্ত হবে না । প্রথমত বাবার হতে হবে । বি. কে. হতে হবে । বি. কে.- রা তো নিশ্চয়ই করে শিববাবাকে স্মরণ করে কেননা "দাদামশায়ের" থেকে বর্সা নিতে হবে । স্মরণে থাকতে হলে খুব মেহনত করতে হবে । এমন যেন কেউ না মনে করে যে, যা ভোগ নিবেদন করা হয় তাই গ্রহণ করলে বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে লেগে যাবে । না, এটা তো কেবল শুদ্ধ ভোজন । কিন্তু তারা যদি মেহনত না করে তাহলে কিছুই হবে না । *শ্রেষ্ঠাচারী তো কেবল স্মরণ দ্বারাই হওয়া যায় । সর্ব প্রথম হল পবিত্রতা ।*আত্মাকে শুদ্ধ করতে হলে যোগবলের প্রয়োজন। জলে স্নান ইত্যাদি করলে পবিত্র হওয়া যায় না কেননা আত্মাই তো পতিত হয়ে যায় । এমন তো বলবে না যে — গয়নাটা মিথ্যা কিন্তু সোনাটা সত্য । ওরা মনে করে আত্মা শুদ্ধ । গয়না (শরীর) মিথ্যা, যেটা আমরা পরিস্কার করে থাকি । কিন্তু তা নয় । আত্মা যদি শুদ্ধ তখন তো শরীরও শুদ্ধ হয় । এখানে একটাও শ্রেষ্ঠ নয় । সত্যযুগে এমন বলা হবে না । সেখানে তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী, পরিচ্ছদ যদি বিকারী হয় তাহলে আত্মা কেমন করে পবিত্র হতে পারবে । সোনা পবিত্র আর গয়নাটা মিথ্যা, এটা কেমন করে সম্ভব ? খুব ভালো ভাবে বুঝতে হবে, এই সময়ে কেউ শ্রেষ্ঠাচারী নেই । বাবাকেও জানে না আর পবিত্রও হয় না ।

বাচ্চারা তোমরা তো জানো যে গরীবেরা গুপ্ত পুরুষার্থ করে রাজ্য ভাগ্য নিয়ে নেয় আর বাকি সবের তো বিনাশ হয়ে যাবে । এই জ্ঞান হল ভারতের জন্য । বাবা বলেন যে, আমার ভক্তদের এই জ্ঞান শোনাও, তারা শিবের পূজারী হোক বা অন্য দেবতার পূজারীই হোক না কেন । অন্য ধর্মে অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছে । ওখান থেকে তারাও বেরিয়ে আসবে । প্রধান কথা হল এখানকার পবিত্রতার, তাই তো অপবিত্র মানুষেরা তাদেরকে নিজের গুরু বানিয়ে মাথা নত করে ।

পরমাত্মা হলেন চিরপবিত্র । তাদেরকে তোমরা সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলতে পারবে না । পরমাত্মার মহিমা একদমই স্বতন্ত্র । দেবতাদের মহিমা আবার আলাদা ভাবে গাওয়া হয় — সম্পূর্ণ নির্বিকারী.... । ওদেরকে আবার অবশ্যই বিকারী হতে হবে । এই সব কথা বুদ্ধিতে ধারণা করে অন্যদেরকে বোঝাতে হবে । যাদব আর কৌরব.... যেমন রাজা রানী তেমন প্রজা সবাইকে বিনাশ গ্রাস করবে । জয়জয়কার কিন্তু পান্ডব সেনাদেরই হয়েছিল । ওরা ছিলেন ছদ্মবেশে । শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে — পান্ডবেরা পাহাড়ে গলে গেছিল । প্রলয়ের হিসাব তো দেখিয়ে দিয়েছে, কিন্তু প্রলয় তো হয় না । গীতার ভগবান বলেন "আমি ধর্মের স্থাপনা করে থাকি । পতিত দুনিয়ায় এসেছি পবিত্র রাজ্য তৈরি করতে । রাজযোগ শেখাতে এসেছি" । যে সব প্রদর্শনী হয়, তাতে রাজযোগ শেখানো হয়ে থাকে। তোমাদের ব্যাখ্যার ওপর সব কিছু নির্ভর করছে । বাবা বলেছিলেন যে এমন চিত্র বানিয়ে দেখাও যে, তোমরা কেমন করে রাজযোগে থাকো । ওপরে শিববাবার চিত্র থাকবে । আর আমরা শিববাবার স্মরণে বসে আছি । ওঁনার মত অনুসরণ করে চলি । উনি হলেন "শ্রী শ্রী রুদ্র", যিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ বানান । "শ্রী শ্রী" উপাধি বাস্তবে ওঁনারই । এই ভারত এতো নীচে নেমে গেছে কেন ? এক তো ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী মনে করা আর নিজেকে ঈশ্বর মনে করার কারণে।

তোমরা তো জানো যে সদগুরু হলেন সেই একমাত্র বাবা । এটা হল ওঁনার জন্মভূমি । সত্যকারের সত্যনারায়ণের "কথা" বাবা-ই এসে শোনান আর তরী পার করে বাবা বলেন — তোমরা তো আমাকে পতিত পাবন বলো, তাই না। আমাকেই সবাইকে ফেরত নিয়ে যেতে হবে । এখন হচ্ছে বিনাশ কাল। এখনই সমস্ত রকমের হিসাব নিকাশ চুকিয়ে আমাদের ফিরে যেতে হবে। সবাই বলে নয়া ভারত, নয়া দিল্লি হবে । আসলে নয়া ভারত তো স্বর্গই ছিল । এখন তো নরক হয়ে গেছে । ভ্রষ্টাচারী হয়ে চলেছে । এটা তো নিজে বোঝবার আর অপরকে বোঝাবার ব্যাপার । আত্মা আর পরমাত্মার রূপ কেউ জানে না। যদিও বলা হয় যে, আমরা আত্মা, পরমাত্মার সন্তান, কিন্তু এটা জানার জন্য জ্ঞান থাকা দরকার । বাবার মধ্যে এই জ্ঞান আছে । আত্মায় এই জ্ঞান আছে কি ? আমার আত্মারা কত পুনর্জন্ম নিয়ে থাকি, কোথায় থাকি, আবার কেমন করে আসি, কেনই বা দুঃখী হয়ে যাই..... কিছুই বুঝতে পারি না । বাচ্চারা তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে, আত্মাদেরকে পবিত্র বানাতে এসেছেন । তার জন্য দৈবীগুণ দরকার । আমি দেবতায় পরিণত হচ্ছি তাই কোনো অবগুণ থাকা উচিত নয় । তা না হলে একশ' গুণ বেশি দন্ড বা শাস্তি পেতে হবে । *পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে তারপর যদি খারাপ কর্তব্য করে তাহলে ১০০ শতাংশ অপবিত্র হয়ে যাবে* । যদি সার্ভিসের পরিবর্তে ডিসসার্ভিস করা হয়, তার কারণেও পদভ্রষ্ট হয়ে যায় । সবসময় নিজেদের মধ্যে দুই একজনের সাথে জ্ঞানের চর্চা করা উচিত । আমরা বাবার কাছে এসেছি কাঁটা থেকে ফুল হওয়ার জন্য অথবা মানুষ থেকে দেবতা হতে, বাবার কাছ হতে স্বর্গের বর্সা নেওয়ার জন্য। এই কথাই দু' একজনকে শোনানো দরকার । আত্মা আর পরমাত্মার রূপ কেউ জানে না । যদিও বলা হয় যে আত্মা পরমাত্মার সন্তান । কিন্তু জ্ঞান দরকার, ধারণা দরকার। যারা মায়াবী কথা আলোচনা করে, কাউকে দুঃখ দেয়, তাদেরকে বিশ্বাসঘাতক(traitor) বলা হয় । এটা তো দেখানো হয়েছে যে অসুরদের জ্ঞান অমৃত পান করানো হয়েছে তাসত্বেও বাইরে গিয়ে নোংরা ছড়িয়ে দেয় । এমন অনেকেই আছে যারা জ্ঞান অমৃত পান করে আর ডিসসার্ভিসও করতে থাকে । বাস্তবে তোমরা সবাই হলে কন্যা(কুমারী) । আরে অধর-কুমারীর(half kumari) তো মন্দির তৈরি করা আছে । দিলওয়ারা মন্দির তো তোমাদের একদম সঠিক স্মরণিকা । তোমাদের মধ্যেও কারোর কারোর বুদ্ধিতে খুব মুশকিলে এই সমস্ত থাকে । বুদ্ধি খুব পরিষ্কার থাকা দরকার । তোমরা এখন ঈশ্বরীয় পরিবার ভুক্ত । তাহলে এটা খেয়াল রাখা উচিত যে তোমাদের চালচলন কত

ভালো হওয়া উচিত । যে মানুষেরা এটা বোঝে তাদের সবসময় শ্রীমত প্রাপ্ত হয় । এখানে শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ হতে হবে, তবেই পদ প্রাপ্ত হবে । শ্রেষ্ঠ এখানেই হতে হবে । গৃহস্থ সংসারে থেকেও এই অন্তিম জন্মে পবিত্র থাকতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) শুদ্ধ আহার গ্রহণ করলেও আত্মাকে পবিত্র করবার জন্য স্মরণের মেহনত নিশ্চয়ই করতে হবে । স্মরণ দ্বারাই শ্রেষ্ঠাচারী হতে হবে । বিকর্ম বিনাশ করতে হবে ।

২) এই বিনাশের সময়ে, যখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, তখন সব পুরানো হিসাবে নিকাশ চুকিয়ে ফেলতে হবে । নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের চর্চা করতে হবে । মায়াবী কথা একদম করা উচিত নয় ।

বরদান :- সময় আর বায়ুমন্ডল বুঝে নিজেকে পরিবর্তনকারী সকলের প্রতি স্নেহী ভবঃ

যার মধ্যে পরিবর্তনের শক্তি বিদ্যমান সে সবার প্রিয় পাত্র হয়, তার বিচার বুদ্ধিও সহজ হবে । তার মধ্যে সহজেই মোল্ড হওয়ার শক্তি থাকবে । সে এখন এমন বলবে না যে, আমার বিচার বুদ্ধি, আমার প্ল্যান বা পরিকল্পনা, আমার সেবা এতো ভালো হওয়া সত্ত্বেও আমারটা কেন স্বীকৃতি পেল না । এই "আমিত্ব" যখনই আসবে তখনই খাদ (alloy) মিশ্রিত হয়ে যাবে আর এই জন্যই সময় আর বায়ুমণ্ডল বুঝে নিজেকে পরিবর্তন করে নাও - তাহলে সকলের কাছে স্নেহী আর নম্বরওয়ান বিজয়ী হয়ে যাবে ।

স্লোগান :- সমস্যা সমাধানকারী হও — সমস্যা স্বরূপ নয় ।